JATICHINHO
APBNG-404-SEC-2/ AHBNG-305-SEC-1

যতিচিহ্ন

By
Dr. Soumyabrata Bandopadhaya
Assistant Professor
Dept. of Bengali
Saltora Netaji Centenary College
Bankura University

যতিচিহ্ন বা ছেদচিহ্ন

কথাবলা বা পড়ার সময় অর্থ অনুযায়ী আমরা যে বিরতি নিই, তাকে যেসব চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সেগুলিকেই যতিচিহ্ন বা ছেদচিহ্ন বলে।

সংস্কৃত
যতি বা ছেদ

ইংরেজি
Punctuation

আরবি-ফারসি
তন্-কিত্

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

পুরাকালে অর্থাৎ প্রাচীন পুঁথিতে মূলত যতিচিহ্ন হিসেবে একদাঁড়ি এবং দুইদাঁড়ি ব্যবহার করা হতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের সূচনা হলে এবং মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন বাড়লে যতিচিহ্ন হিসেবে এলো— দাঁড়ি(।), কমা(,), সেমিকোলন(;), কোলোন (:), বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!), জিজ্ঞাসা চিহ্ন(?) ইত্যাদি।

পাদচ্ছেদ(Comma) : চিহ্ন (,)

অল্প বিরতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

দুই বা ততোধিক পদ, পদগুচ্ছ, বাক্যাংশের মাঝে বসে।

উদাহরণ

আমি বাজার থেকে আলু, পেঁয়াজ, সবজি, মাছ এবং মাংস আনলাম।

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ।

২৫শে বৈশাখ, ১৪৩০

২,২৫,৫৪৫

অর্ধচ্ছেদ(Semi-Colon) :
চিহ্ন (;)

পাদচ্ছেদের বিরতির চেয়ে যখন সামান্য একটু বেশি বিরতির প্রয়োজন হয়, তখন অর্ধচ্ছেদ বা সেমিকোলোন চিহ্ন বসে।

উদাহরণ

এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার কাহাকেও দেখে নাই ; নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে ; এই নিমিত্ত নিতান্ত মাতৃবৎসল।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

পূর্ণচ্ছেদ(full-stop) :
চিহ্ন (।)

যেখানে একটি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়ে যায় সেখানে পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি চিহ্ন বসে।

উদাহরণ

এই প্রখর গ্রীষ্মের বিকেলে কালবৈশাখী স্বস্তি নিয়ে এল।

আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

দৃষ্টান্তচ্ছেদ (colon) :

চিহ্ন (:)

একটি প্রসঙ্গ শেষ করে পরের প্রসঙ্গে যাওয়ার অনুষঙ্গে বা বিষয়ান্তরে যাওয়ার জন্য বা দৃষ্টান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ

এই রক্তদান শিবিরের উদ্দেশ্য হল : মুমূর্ষু, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের তেলেনাপোতা আবিষ্কার : একটি আত্ম-আবিষ্কারের গল্প

প্রশ্নচিহ্ন (not of interrogation) : চিহ্ন (?)

যে বাক্যে প্রশ্নবোধক অর্থ প্রকাশিত হয়, তাঁর শেষে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
অনেক সময় কোন তথ্য নিয়ে সন্দেহ থাকলে তার পাশে এই চিহ্ন ব্যবহার করা চলে।

উদাহরণ

তোমার নাম কী?

তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছো কি?

তুমি কোথায় যাবে?

শশিভূষণ ১৯৮০(?) সালে জন্মগ্রহণ করেন।

বিস্ময়সূচক চিহ্ন (note of exclamation) : চিহ্ন (!)

বিস্ময়, ভয়, সুখ, আনন্দ, উদ্বেগ ইত্যাদি বোঝাতে এই চিহ্নের ব্যবহার করা হয়।
সম্বোধন চিহ্ন হিসেবেও এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।
সবিস্ময় প্রশ্নের জায়গাতেও এই চিহ্ন বসে।

উদাহরণ

কী ভয়ঙ্কর ঝড় আর বজ্রপাত!

হায় হায়! ঘরের চাল উড়ে গেছে।

কী দারুণ সুন্দর লাগছে!

তুমি কী দিয়ে তাকে বশ করেছ!

রেখাচিহ্ন (dash) : চিহ্ন (–)

ভিন্ন প্রসঙ্গ শুরু করার আগে কিংবা উদাহরণ দেওয়ার আগে কিংবা উদ্ধৃতি বসানোর আগে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ

"শৈল আবির্ভূত হল –
নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মত।"

শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য
নির্বাচিত হয়েছে যে নামগুলি,
সেগুলি হল – সম্রাট, রাকেশ,
রাহি, মেঘদীপ, মৌমিতা, অঙ্গনা।

উদ্ধৃতি চিহ্ন (inverted commas) :
চিহ্ন (“ ” / ‘ ’)

লেখার মধ্যে কারো প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহার করলে এই চিহ্ন বসাতে হয়।

উদাহরণ

রাজশেখর বললেন, – "ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো।"

কোন গ্রন্থ নাম বা রচনার নাম লিখতে এই চিহ্ন ব্যবহার হয়।

'বলাকা', 'গীতাঞ্জলি', 'গোরা'

ছাত্র-ছাত্রীরা, তোমরা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার করলে তোমাদের রচনার মান উৎকর্ষ হবে।

ধন্যবাদ